দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

১৫ মিনিট পর প্রশ্নপত্র বিতরণ ॥ কান্না শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, লক্ষ্মীপুর, ২ ফেব্রুয়ারি ॥ রায়পুরে এসএসসি পরীক্ষার এলএম মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে একটি কক্ষে প্রশ্নপত্র ১৫ মিনিট দেরিতে দেয়া এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই উত্তরপত্র কেড়ে নেয়ার ঘটনায় ৮৯ পরীক্ষার্থীর ভাল ফলাফল অনিশ্চিতের আশঙ্কা প্রকাশ করে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে শহরের রায়পুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে করেন ক্ষতিগ্রস্ত মার্চেন্টস্ একাডেমির পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক ও শিক্ষকরা। এ ঘটনায় ৮৯ পরীক্ষার্থীর বাংলা প্রথমপত্রে খাতা দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তারা শিক্ষামন্ত্রী ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মার্চেন্টস্ একাডেমির প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী পাটোয়ারী, সহকারী প্রধান শিক্ষক জিল্লুর রহমান, পরিচালনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবক মাসুদ খান, এ্যাডভোকেট প্রেমধন মজুমদার, নজরুল ইসলাম লিটন, মাহমুদ, গোবিন্দ পালসহ ৫০ পরীক্ষার্থী।

এসএসসি পরীক্ষা

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করে জানান, সোমবার দুপুরে এলএম মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র দেরিতে দেয়া এবং উত্তরপত্র নির্ধারিত সময়ের আগে নেয়ায় ৩৫ পরীক্ষার্থী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং পাঁচ শিক্ষার্থী জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে অভিভাবকরা তাদের উদ্ধার করে রায়পুর ও লক্ষ্মীপুর সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে এলমি নামের এক পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। কেন্দ্র পরিদর্শকের ভুলের কারণে এখন অনেক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

সোমবার সকাল ১০টায় বাংলা প্রথমপত্রের রচনামূলক পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পর প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। তাৎক্ষণিক কয়েকজন পরীক্ষার্থী আপত্তি জানালে পরে সময় বাড়িয়ে দেয়া হবে হলে তাদের সান্ত্বনা দেন ওই চার পরিদর্শক। কিন্তু বাড়তি সময় না দিয়ে উল্টো রচনামূলক উত্তরপত্রের ৫ মিনিট আগে খাতা কেড়ে নেওয়ায় পরীক্ষার্থীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাদের মধ্যে কয়েকজন জ্ঞান হারালে অভিভাবকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা এ সময় কেন্দ্রের শিক্ষকদের দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় কেন্দ্রের চার পরিদর্শক এলএম উচ্চ বিদ্যালয়ের চন্দন সাহা, মৈত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাহাতাব, মীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ইউনুস ও কাজির দিঘীরপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পারভেজকে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেয়া হয়।